বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

নং বিটিসি/বাঃপ্রঃ/শিঃনীঃ/৭৯/০৫ তারিখঃ ০৮-০৩-২০০৭ ইং

নির্দেশিকা

বিষয় ঃ ডাম্পিং সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি এবং বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত বিধি

আমদানিকৃত অনেক পণ্য রপ্তানিকারক দেশের বাজার দর অপেক্ষা কম দামে বাংলাদেশে আমদানি করা হয় মর্মে বিভিন্ন সময় অভিযোগ করা হয়ে থাকে। রপ্তানিকারক দেশের এ ধরনের রপ্তানি ডাম্পিং হিসেবে পরিগণিত হয়। এরূপ ডাম্পিংকৃত পণ্য বাংলাদেশের বাজার দখল করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্থানীয় শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এমতাবস্থায়, বিশ্বায়নের এ যুগে মুক্ত বাজার অর্থনীতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির শর্তানুযায়ী Fair Trade বা নৈতিক বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য ডাম্পিংকৃত পণ্যের উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক (Anti-dumping Duty) আরোপের বিধান রাখা হয়েছে। তবে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের পূর্বে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সংক্রান্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকে যথাযথ তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন করতে হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সংক্রান্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী তদন্তকাজ পরিচালনা করতে হয়।

১.০০ ডাম্পিং (Dumping) কি?

১.০১ যদি কোন পণ্য কোন দেশ বা অঞ্চল হতে এর স্বাভাবিক মূল্য হতে কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয় তবে সেই পণ্য বাংলাদেশে ডাম্পিং করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

১.০২ ধরা যাক কোন পণ্য 'ক' দেশের বাজারে স্বাভাবিক বাজার মূল্য হিসেবে ১০ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়। উক্ত দেশের বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ খরচ, বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ, প্রশাসনিক খরচ, মুনাফা ইত্যাদি বাদ দিয়ে পণ্যটির এক্স-ফ্যাক্টরী মূল্য ৭ মার্কিন ডলার হলো। পক্ষান্তরে 'ক' দেশ হতে বাংলাদেশে রপ্তানি করার সময় পণ্যটি ৮ মার্কিন ডলার রপ্তানি মূল্যে রপ্তানি করা হয়েছে বলে ইনভয়েসে উল্লেখ রয়েছে। আমদানিকারক দেশের বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে শিপিং খরচ, অন্যান্য সাধারণ খরচ, বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ, প্রশাসনিক খরচ, মুনাফা ইত্যাদি বাদ দিয়ে পণ্যটির এক্স-ফ্যাক্টরী মূল্য ৪ মার্কিন ডলার হলো। এ ক্ষেত্রে পণ্যটি বাংলাদেশে ডাম্পিং হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কারণ এক্স-ফ্যাক্টরী পর্যায়ে তুলনায় ৩ মার্কিন ডলার ডাম্পিং মার্জিন নির্ধারণ করা যাবে।

২.০০ ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক (Anti-dumping Duty) আরোপ এর পূর্বশর্ত কি?

২.০১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী শুধুমাত্র ডাম্পিং হলে কোন পণ্যের উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করা যায় না। ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য তিনটি বিষয় প্রমাণ করতে হবে: (১) দেশীয় শিল্প যে পণ্য উৎপাদন করে, বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য ডাম্পিং এর মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়েছে, (২) দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি (Injury) হয়েছে এবং (৩) ডাম্পিংকৃত পণ্য আমদানির কারণেই উক্ত স্বার্থহানি হয়েছে (Causal Link)। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে তদন্ত কাজ পরিচালনা করতে হবে এবং তদন্তে তিনটি বিষয়ে চেয়ারম্যান নিশ্চিত হলে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করতে পারবে।

৩.০০ **বিধিমতে বাংলাদেশে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া কি?**

৩.০১ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 18B এর sub-section (6) এবং section 18C এর sub-section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার শুল্ক-বহিঃ শুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্যের সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ **(সংলাগ-১)** প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (Bangladesh Tariff Commission) এর চেয়ারম্যানকে, উক্ত বিধিমালার আলোকে ডাম্পিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন গ্রহণ ও তদন্তকাজ পরিচালনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেছে। যথাযথ তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন পেলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্তকাজ পরিচালনা করবে এবং সঠিক অভিযোগের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী ডাম্পিং এর মাত্রা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী ডাম্পিং এর কারণে অভিযুক্ত পণ্যের উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (National Board of Revenue – NBR) নিকট সুপারিশ করবে।

৪.০০ **ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের আবেদনের জন্য তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া কি?**

৪.০১ ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার আবেদনের জন্য আবেদনকারী দেশীয় শিল্পকে ডাম্পিংকৃত পণ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হয়। পণ্যটির রপ্তানিকারক দেশে মূল্য এবং বাংলাদেশে এর রপ্তানি মূল্য সংক্রান্ত প্রমাণ পেশ করতে হয়, যাতে ডাম্পিং এর বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। দেশীয় শিল্প ডাম্পিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে/হচ্ছে/হওয়ার আশংকা করছে তা প্রমাণের জন্য তাঁদের উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হয় যাতে ক্ষতির বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত বিধিমালার বিধি ৫ এর উপ-বিধি ২ এ উক্ত তথ্যপ্রমাণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে **(সংলাগ-২)** ডাম্পিং এর অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনপত্রের সমর্থনে তথ্য প্রদানের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিধিমতে Questionnaire for Complainants নামক নির্ধারিত ছকে তথ্যপ্রমাণ প্রদানের জন্য আবেদনকারী দেশীয় শিল্পকে অনুরোধ করে যা যথাসম্ভব পূরণ করে কমিশনে প্রেরণ করলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষায় তদন্তকাজ পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য আবেদন করলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে আবেদনকারীকে নির্ধারিত ছক এবং তা পূরণ সংক্রান্ত গাইড এর কপি সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া Questionnaire for Complainants এবং তা পূরণ সংক্রান্ত গাইড বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ওয়েবসাইটের নিম্নোক্ত লিংক হতে ডাউনলোড করা যায় ঃ
http://www.bdtariffcom.org/download/Questionnaire.doc

৫.০০ **আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির প্রকৃতি কিরূপ এবং এগুলোর উৎসসমূহ কি?**

৫.০১ ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার গ্রহণযোগ্য আবেদনের জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি যথাসম্ভব প্রাপ্তির প্রচেষ্টা করতে হয় ঃ

- আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত।
- ডাম্পকৃত পণ্যের অনুরূপ দেশীয় পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদন ও মূল্য—আবেদনকারী/অনুরূপ দেশীয় পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের সংগঠন/দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের রেকর্ড সংরক্ষণ করে এমন সরকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট সংক্রান্ত শাখা)।
- অভিযুক্ত ডাম্পিংকৃত পণ্যটি সংক্রান্ত বর্ণনা—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত।